টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৬ ইং 20th Aug. 1969 | ১৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিয়ে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম
পণ্ডিত-প্রেস. রঘুনাথগঞ্জ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

জাতীয় পতাকার সামনে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করি আর ভাবি স্বাধীনতার স্বাদহীনতা কবে দূর হইবে। —দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

পনেরোই আগষ্ট ও এই শহর

—০—

পনেরোই আগষ্ট ইতিহাসের দিক দিয়া বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত একটি দিন। নীলাকাশে উড্ডীন ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা জনমনে একদিন যে স্বপ্নসাধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজও তাহাই করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র জাতি এই পুণ্যদিনে তাহার অতীত আত্মপ্রত্যয়কে, তাহার বিঘ্নসংকুল সংগ্রামকে, তাহার ত্যাগপূত আত্মদানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে আর আন্তরিক নিষ্ঠায় সংগ্রামী জীবনকে অভিনন্দিত করে পতাকা-অভিবাদনের সঙ্গে। বহু ক্লেশ, বহু ক্ষয় ক্ষতিতে সর্বংসহা ভারতমাতা শুধু তাঁহার সন্তানদের মুখে এই দিনের হাসিটুকু দেখার জন্য যেন একান্ত প্রত্যাশা লইয়া থাকেন।

আর দেশমাতৃকার সন্তান আমরা। কী দিয়াছি তাঁহাকে? বহু ত্রুটিতে, বহু ভ্রান্তিতে, সমস্যাকীর্ণ আমাদের পথ নিরঙ্কুশ নয়। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আমাদের নানাদিকে ছন্নছাড়া করিয়া তুলিতেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র চালাইতে গিয়া কতজনে নানা কুহকে পড়িতেছেন। এক ধারে আত্মসুখসর্ব্বস্ব মানুষ তাহার ভোগস্পৃহাকে চরমে তুলিতে পারিলে নিশ্চিন্ত, দেশ যাক আর থাক। আবার অন্যদিকে দেশের মধ্যে যাহাই হোক, দলীয় স্বার্থ 'সারে জহাঁসে আচ্ছা'। তথাপি ইহাদের সকলের উর্দ্ধে আছে স্বাধীনতার চেতনা, মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষার জিনিস।

তাই পনেরোই আগষ্টের পবিত্র দিনটি যখন সকলের প্রেয় ও শ্রেয় এবং যখন এইদিনে নানা স্থানে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলিয়াছিল অটুট শ্রদ্ধার সহিত; তখন এই শহরে মাত্র কয়েকটি অফিসে, কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ীতে, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন ছাড়া আর কোথাও কোন অনুষ্ঠান হইল না। অবশ্য খুবই নবাগত 'ছাত্র পরিষদ' নামে একটি সংস্থা একটি ক্ষুদ্র কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল। সরকারী তথ্য-জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক শিশুদের ছায়াচিত্র দেখান হয়।

কে কি করিয়াছেন সেটা মুখ্য প্রশ্ন না হইলেও গৌণ সম্বন্ধে একটি কথা মনে আসা স্বাভাবিক। এই মহকুমায় বিগত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে দীর্ঘকালের কংগ্রেস-আসনগুলি চলিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীরা জনগণের সমর্থন পাইয়াছিলেন। এই শহরে কংগ্রেস বিরোধী কিছু কিছু দলের কর্ম-কেন্দ্রও আছে। এই বিরোধী দলসমূহ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করিয়াছেন। সম্মিলিতভাবে তাঁহারা পনেরোই আগষ্টের একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করিলে কি কোন দৃষ্টিকটু ব্যাপার হইত? যতদূর মনে হয়, তাহাতে জনমনে প্রভাব বিস্তার করার পথ পরিষ্কার হইত। অত্র শহরে বিভিন্ন দলের প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কেষ্টবিষ্টু আছেন। আমরা জানি জঙ্গিপুরবাসীদের উপর তাঁহাদের প্রভাব বলুন, দাপট বলুন—কিছু কম নয়। তাঁহারাও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে সামিল হইতে পারিলেন না! ইহাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী আমলে এখানে প্রভাতফেরী বাহির হইত। ক্রমশঃ তাহাও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ১৯৬৯-এ তাহা 'গয়াং গচ্ছ' হইয়াছে।

আর 'চল খুঁজি কে এই পলিটিক্সের পচা চাঁই'-কে মাধ্যম করিয়া অজস্র নোংরামি ঘাঁটিতে আমরা সিদ্ধহস্ত। কত সমস্যা এখানকার আছে। তাহার দিকে কোথায় দৃষ্টি? কেবল জল ঘোলা করিয়া, একে অপরের গায়ে কাদা দিয়া আপন বাসনা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিতেছি। 'নবচন্দ্রগুপ্ত' কাহারও গায়ে জ্বালা ধরাইল, পাল্টা জবাবে পুস্তিকা প্রচার—স্বাধীনতার আস্বাদন এই ভাবেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে। আমরা দেশের জন্য কিছু করিতেছি বৈকি। রবীন্দ্রনাথের কথায় নিছক 'উত্তেজনার আগুন পোহান'।

সুস্থ চিন্তা, সুস্থ বুদ্ধি আজ কি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে? শুনিয়াছি, এই শহরের এক অংশে দুইটি সমবায় বিপণন সমিতি খোলা হইয়াছিল। শিক্ষকদের এইরূপ সমিতিটি চুরির দোহাই-এ গা-ঢাকা দিয়াছে। অপরটি জনসাধারণকে লইয়া। তাহার কোথায় বা বোর্ড অফ ডিরেক্টার, আর কেই বা কর্মকর্তা শেয়ার হোল্ডারগণের বেপাত্তা। টাকা ফেরত পাওয়া? ইহা কি দাবী করা যায়? সুতরাং এই দুটি সংস্থা ভ্রূণেই বিনষ্ট।

স্বাধীনতা দিবসের কথায় এই সব 'মহীপালের গীত' গাহিয়া লাভ নাই। একটি কথা শুধু বলিবার আছে। এত দুঃখ, এত ক্ষোভ আমাদের আত্ম-সমীক্ষারই পথ পরিষ্কার করিবে। আর তাহারই মধ্য দিয়া নব সূর্যোদয় ঘটিবে। কোটি কোটি মানুষের কামনার ধনকে অবাঞ্ছিত অন্ধকার কখনই ঢাকা দিতে পারিবে না। সারা জাতির মধ্যে যত দুর্বলতাই দেখা দিক, সুপ্রভাতের আগমন অবশ্যম্ভাবী।

জঙ্গিপুরে স্বাধীনতা দিবস

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর শহরে ও মহকুমার সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় অফিস-সমূহে, মহাবিদ্যালয়ে, মিউনিসিপ্যাল অফিসে, বিশিষ্ট জনগণের বাসভবনে ও শাঁসালো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় "ছায়াবাণী" সিনেমা-হলে রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ এস্-এফ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাগীরথী অবৈতনিক বিদ্যালয়, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল বয়েজ ফ্রি প্রাইমারী, বালিঘাটা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, গোপালনগর ফ্রি প্রাইমারী, আইলের উপর ফ্রি প্রাইমারী, রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ, জগদানন্দ বাটী ফ্রি প্রাইমারী, সুজাপুর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিভাগীয় চিত্রাদি দেখান হয়।

সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন

—পার্থ রায় চৌধুরী

অশিক্ষা, বৈষম্য এবং শোষণের তমসাচ্ছন্ন যুগ থেকে কোটি কোটি ভারতবাসীর মুক্তি-শপথের আর এক নাম—১৫ই আগষ্ট।

আজ থেকে ২২ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৭ সালের এই দিনটিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম জানিয়েছিল নূতন আশার আলোয় স্নাত ভারতের লক্ষ কোটি মানুষ।

মার্কসের ভাষার 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণে ধসে যাওয়া ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে' পুনর্গঠনের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে যে যাত্রা ২২ বৎসর পূর্ব্বে শুরু হয়েছিল আজও তা শেষ হয়নি—অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা এখনও আমাদের কারও হয়নি। তাই স্বাধীনতার পবিত্র রোশনি ভারতের ঘরে ঘরে আজও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল' যাতে স্বাধীন ভারতভূমির আকাশ বাতাস বিষাক্ত কোরে দিতে না পারে, 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ' যাতে আর মেহনতী মানুষের উপর উদ্যত না হয় তার জন্য শোষকদের শোষণ, অত্যাচার চিরতরে স্তব্ধ কোরে দিতে ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী শক্তি বদ্ধ-পরিকর।

বিশ্বমানবতার দরবারে ভারতবর্ষ একটি নূতন বার্তা নিয়ে উপস্থিত—সে বার্তা গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রের বার্তা। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার কথা যাঁরা চিন্তা করেন, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র তাঁদের নিকট এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হোল, কয়েক শতাব্দী ধরে যে সমস্ত ধনিক গোষ্ঠি ভারতকে শোষণ করে আসছিল তাদেরই পরিচালিত ব্যাংক ব্যবসা সরকার ছিনিয়ে নিল রক্তপাত হোল না, প্রতিবেশীর প্রাণহানি ঘটল না, বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বের করতে হোল না তথাকথিত বিপ্লবীদের—গণতান্ত্রিক পথে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল জাতির অর্থ-নীতিতে। তাই আজ বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের নিকট একটি প্রশ্ন ভারতের অর্থ-নৈতিক সামাজিক বিবর্ত্তন কোন পথে বাস্তব রূপ নেবে।

গণতান্ত্রিক উপায়ে না 'স্বজন হারান শ্মশানে'র উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তা চিন্তা কোরবার সময় এসেছে, সময় এসেছে সমাজতন্ত্রের নূতন কোরে মূল্যায়নের। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। কারণ মানুষের কল্যাণ করবো, শোষিত সমাজকে শোষণ মুক্ত করবো অথচ সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে না, গণতন্ত্রের সমাধি রচনা হবে, এ হতে পারে না। মানুষকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজ অর্থহীন তেমনি গণতন্ত্র ছাড়া সমাজবাদী সমাজের অস্তিত্ব চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

বন্দেমাতরম্

১৫ই আগষ্ট

সু—মো—দে

জীবন্ত শব দেখে ফ্যাল্ ফ্যাল্
স্বাধীনতা উৎসব,
লালকেল্লার দুর্গ মাঝারে
সমারোহ কলরব।
ভুখা নিরন্ন জাতীয় জীবন
খাদ্য অভাবে শিয়রে মরণ
বাঁচিয়াও জাতি জীবন্ত শব
অনাহার অনশনে ;
ধনিকে বণিকে মুখ শুঁকাশুঁকি
শোষণের প্যাঁচ সনে।
বাইশ বছরে নিগ্রহ শোষণে
মরে আছি বাঁচি পেষণ পীড়নে,
হ্যাট্ট্রিক্-চোর গ্যাঁড়াকলে ঢুকে
বেহায়ার কাটা কান ;
কাজ নাহি করে মাহিনাটি মারে
মিটমিটে শয়তান।
স্বাগতা দুর্গা শঙ্করী সতী
আনন্দময়ী উমা পার্ব্বতী,
বিপন্ন জাতি রক্ষা কর মা
'নাই সমস্যা' ভরা ;
নর-রাক্ষস্ নর-অসুরেরে
নাশ কর দেবী ত্বরা।

এই তো জীবন

—শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তো জীবন হায়, যেখানেতে ক্ষুধা পেলে
বুলেট মেলে,
প্রতিভার দাম নেই—আজব এ দেশ গোলমেলে।
রক্ষক-ভক্ষক হেথা, অসৎ-এর জয়জয়কার,
এমন মহান দেশ একটিও খুঁজে পাওয়া ভার,
ট্রাম পোড়ে, বাস জ্বলে, কথায় কথায় প্রশেসন,
নীতি আজ দুর্নীতি, অনাহার আর অনশন।
মন্ত্রীর বড় বুলি—গরীবেরা মার খেয়ে মরে,
বিদেশীরা আসে হেথা, দেখে নিয়ে কি যে
মনে করে!
বিদ্যা বিকোয় হেথা পণ্যের মত বাজারেতে,
চাকরী কোথায় পাব? জ্ঞানী গুণী বাড়ে
হাজারেতে,
বিচিত্র দেশ ভাই, সেলুকস বেঁচে নেই আজ,
কোথায় বা শাজাহান, কোথায়ই বা প্রিয় মমতাজ!
এই তো জীবন হায়, নেই কোন জীবনের দাম।
প্রভুরে তোয়াজ করে মন রেখে করে যাও কাম্।
ঝুটবাত, চুরি—আর পকেট মারতে যদি পারো,
নাম পাবে, মান হবে, ইজ্জত বাড়বে যে আরো।
সভ্যতা! সে কথা তো ইতিহাসে লেখা আছে
বটে ;
এ দেশে সে সব নেই, অঘটন আজও বহু ঘটে।
ধন্য আমিও হায়—এ দেশেই জন্মেছি বলে,
(জ্বালাতে যাও গো যদি আলোর রশ্মি আঁধারেতে
প্রস্তুত হতে হবে—হয়তো বা আরও কিছু পেতে।)
শস্যশ্যামলাভূমি - একথাও ভুলে গেছ নাকি?
ঋণে ডুবে গেছে দেশ—বিদেশের মুখ চেয়ে থাকি!
এ দেশ মাটিরই দেশ—নাম যার স্বাধীন ভারত,
এখানেরই রামায়ণ, চণ্ডী, গীতা আর ভাগবত—
প্রচারিত হয়েছিল সব দিকে, কত কাব্য,
কত কিছু গান,
আজ হেথা মরুভূমি—নির্জীব শুকানো বাগান।
...এ দেশে জন্মে শুধু পদাঘাত আর লাঞ্ছনা ;
দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, তাও আজ শুধুই বঞ্চনা!!

স্বয়ম্বরা

—কুমারেশ ঘোষ

এতদিন 'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই' করিয়াছি এবং সে সমস্যা না মিটতেই আবার চীৎকার শুরু করিয়াছি—'পতি' চাই।

ইহাই হয়তো স্বাভাবিক নিয়ম।

কারণ, নারী অন্ন, বস্ত্র এবং সংসার-আশ্রয়ের জন্যই 'পতি' কামনা করিয়া থাকে। তাই বর্তমান অর্থ-নৈতিক ও পৈটিক জীবনে 'বনস্পতির' মতই নারী-জীবনে একজন ধন-পতির বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের 'পতি' চাই।

পতি না হইলে রাষ্ট্র-তরণী টলমল করিবে। ঘাটে কৃষ্ণ না থাকিলে অসহায় গোপ-বালা (এবং গোঁফওলা)—অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষদের পার করিবে কে?

অবশ্য আমরা কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম।- শুধু কৃষ্ণ নহে—রাধাকৃষ্ণকে। কিন্তু আমাদের 'প্রায় কেষ্ট-প্রাপ্তি'র অবস্থা দেখিয়া অদৃশ্য হইতেছেন।

অতএব আমাদের এখন একজন নূতন পতি চাই।

কিন্তু 'পতি' নির্বাচন লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছি। অবশ্য এইসব ব্যাপারে সমস্যাই হয়। বিশেষ করিয়া হাটে-বাজারে পতি-অন্বেষণ করিতে গেলে। এক সাবিত্রী-শকুন্তলাদের মত নিভৃতে কাহারও গলায় মালা ঝুলাইয়া তাহাকে 'পতি' রূপে ঝুলাইয়া দিলে ল্যাটা চুকিয়া যায় অতি সহজেই। কিন্তু এই গণতন্ত্রের হাটে 'গণপতি' খুঁজিয়া বাহির করা ইয়ার্কি নহে। সীতা বা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরা অপেক্ষাও ধ্রুপদী ব্যাপার।

তবে হ্যাঁ, আয়েষার মত দুই ভাবী-পতি ওসমান ও জগৎ সিংহকে লড়াইয়া দেওয়া মন্দ নহে। যাহাকে বলে Survival for the fittest.

আমরা ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শেষের পন্থাটিকেই সমর্থন করিতেছি।

আরও আছে।

'উপ-পতি' নির্বাচন। আরে, আগে পতিই জুটুক, তবে তো উপপতি! আসল পাইলে তবে তো ফাউ! এখন কোন রকমে একটি যুৎসই 'পতি' জোগাড় করিতে পারিলেই হয়। তারপর তাহাকে শিখণ্ডি খাড়া করিয়া আড়ালে উপপতি একট জোগাড় হইয়াই যাইবে।

কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হইল অঙ্গহীনা আধবুড়া ভারতমাতাকে আমরা শেষ পর্যন্ত স্বয়ম্বরা করিলাম!

"হিসাব মেলাতে—"

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।
পরাধীনতা শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।"

বিগত ১৯৬৮ সালের ১৫ই আগষ্টের পর আর একটা বৎসরেরও হোলো শেষ। ফিরে এলো আবার ১৫ই আগষ্ট—আমাদের স্বাধীনতা দিবস। তাই কবি রঙ্গলালের উপরের উদ্ধৃতাংশটুকু মনে প'ড়ে গেল। সত্যই আজ স্বাধীনতা-হীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। আর কেউই চায় না পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতে! আজকের এই স্বাধীনতা যা ভোগ করছি বা করতে চাইছি, তাকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'অবাধ স্বাধীনতা'। যার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'freedom' নয় 'liberty without authority'। সত্যকার স্বাধীনতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে পরাধীনতার বীজ। এই পরাধীনতা হচ্ছে শৃঙ্খলাবোধের শৃঙ্খল,—যার অভাবে স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কোন প্রভেদই থাকে না। যদি প্রশ্ন উঠে—এই পুণ্যদিবসে এই তথ্যের অবতারণা কেন? তার উত্তরে বলতে হবে যে, আজকাল অর্থাৎ পরাধীনতা—উত্তর ভারতে ট্রেণ দেরী হওয়ার জন্য চালক ও পরিচালকের যাত্রীদের হাতে নিগ্রহ, স্বীয় সুবিধা অনুযায়ী ট্রেণের সময় তালিকা না হ'লে যাত্রী বিক্ষোভের নামে রেলপথ অবরোধ; শিক্ষার উন্নয়নের নামে শিক্ষককে প্রহার, সমাজের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশের আত্ম সুবিধা আদায়ের জন্য সংস্থা বিশেষের দ্বারা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের পথ-রোধের ন্যায় অশ্রুও অদৃষ্ট-পূর্ব বিচিত্র সন্দেশের সংবাদ-পত্রে পৌনঃপৌনিক প্রাচুর্যই প্রোক্ত চিন্তার উদ্রেক-কারী। তত্ত্ব ও তথ্যের এই বর্ত্তমান সংঘাত কি হবে চিরকালীন? না, এটা সম্পূর্ণরূপে সাময়িক ঘটনা মাত্র? এর মূল কোথায়? কি ক'রলে ঘটবে এর মূলোৎপাটন? এই সব চিন্তার ভার তো চিন্তা-নায়কদের রাষ্ট্র-পরিচালকদের। হয়তো এ কথা সত্য। তাই ব'লে আমাদেরও কি কিছু ভাববার নেই? —সরকারী ভবনের চূড়ায়, বিভিন্ন গৃহশীর্ষে যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ও অশোকচক্র লাঞ্ছিত পতাকা আজ উড্ডীন তার পশ্চাদ্‌পটে যে আত্মত্যাগের শত-শত কাহিনী বর্ত্তমান তারই প্রতিফলন হচ্ছে আজ আমাদের মনের রূপালী পর্দায়! যাঁরা ফাঁসীমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন সেই জীবনের প্রত্যাশার কি এই নব-রূপায়ন? স্বাধীনতা-দিবসের এই অতীত মুখী দৃষ্টিই আমাদের মানস-পটে উদ্ঘাটিত করছে কবি-কথিত বাণীর সত্যতা যে 'যুগ সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান'। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও আমরা যে আমাদের জনগণের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার কোন সুদৃঢ় বুনিয়াদ রচনা করতে পারিনি ব'লেই আজ আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার মূলে এই আত্মঘাতী ভূমিকা শুরু হোয়েছে! গোষ্ঠীর উন্নয়নের নামে ব্যষ্টির স্বার্থসিদ্ধি, স্ফীতোদরের আরও উদরস্ফীতি; সমগ্র রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ মুষ্টিমেয়ের দ্বারা পাপ-চক্র কবলায়িত-করণই আজ চির বঞ্চিতের এই শক্তি সাধনার উৎস। প্রত্যাশার অপূর্ণতায় সে আজ দুর্মদ ও দুর্নিবার। আর নিছক প্রতিশ্রুতি নয়, আজ প্রয়োজন এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তা যেন কোনোরূপ দুর্ব্বলতা সৃষ্টি না করে। অন্যথায় মহাকালের নির্মম ও অমোঘ নির্দেশে সংরক্ষণশীল মানসিকতাপন্ন দুর্বল নেতৃত্বের চিরবিদায় আসন্ন। —কোনো অপোষরফা নেই! 'Appeasement is no policy'—এটা দুর্ব্বলতা সংগোপনের দুর্ব্বলতম প্রচেষ্টা মাত্র। তাই এই স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যক্ষণে, আমাদের শপথ নিতে হবে—আমাদের দীর্ঘ কষ্টার্জিত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার ভূমি ক্ষয়-রোধের জন্য সত্যকারের সমাজ-তান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদ আজই রচনা শুরু ক'রবো। আর কালক্ষেপ নয়—We must begin here and now!

"করেঙ্গে, ইয়া মরেঙ্গে।" —জয় হিন্দ্।

—সরোজকুমার ঘোষ

হাই স্কুলে উন্নীত

সুতী থানার অন্তর্গত বাঙ্গাবাড়ী জুনিয়র হাই স্কুল—হাই স্কুলে উন্নীত হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান যোগ্য শিক্ষক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে দেশের উপকার হইবে।

জঙ্গিপুর মহকুমার সহরাঞ্চলে রেশনে চিনির পরিমাণ
কম হওয়ার কারণ কি ?

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য মহকুমার চেয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার শহরাঞ্চলে সমগ্র জুলাই মাস ও আগষ্ট মাসের অর্দ্ধেক পর্যন্ত ইউনিট প্রতি ১০০ গ্রাম হিসাবে চিনির বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান খাদ্য-নিয়ামক মহাশয়ের বাড়ী জিয়াগঞ্জ। সেখানে ইউনিট প্রতি চিনির বরাদ্দ কত তাহা তিনি ভাল-ভাবে অবগত আছেন। তাঁহাকে এ বিষয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। অন্যান্য মহকুমার ন্যায় বণ্টন ব্যবস্থা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা নবাগত খাদ্য-নিয়ামক সিংহ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

প্রবল বর্ষণ
খেটে খাওয়া মানুষের ও গৃহপালিত পশুর অবর্ণনীয় কষ্ট

গত ১৬ই আগষ্ট শনিবার হইতে এতদঞ্চলে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টির বিরাম নাই। বর্ষণের জন্য নদী-নালা, খাল-ডোবা ভরতি হইয়া বন্যার আকার ধারণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে বহু দেওয়ালিয়া ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু স্থানে তরিতরকারী ক্ষেত ডুবিয়া গিয়াছে। নদী ও বুড়াবুড়ির পাথারের জলে বহু আবাদী জমির হৈমন্তিক ধানের চারা ডুবিয়া যাওয়ায় ঐ অঞ্চলের কৃষিজীবীগণ হা-হুতাশ করিতেছেন। পল্লীগ্রামের পথঘাট ডুবিয়া যাওয়ায় লোক চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

জেলা সঞ্চয় সংগঠক মহাশয়ের
কার্য্যক্রম কি ?

বেশ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল অন্যান্য জেলার ন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেও একজন সঞ্চয়-সংগঠক আছেন। তিনি জঙ্গিপুর বা রঘুনাথগঞ্জ আসেন কি ? জনসাধারণ কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন। তিনি যদি গরীব জনগণকে স্বল্প-সঞ্চয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে পরামর্শ দেন তবে স্বল্প-সঞ্চয়ে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। এই বিষয়ে আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার সুযোগ্য জেলা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রধান শিক্ষকের অপকর্ম্ম
সরকার-প্রদত্ত
ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য আত্মসাৎ

জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জামুয়ার অঞ্চলের প্রসাদপুর নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মজুমদার ওরফে টগর মাষ্টার মহাশয় সরকার-প্রদত্ত 'আমেরিকান বালগার হুইট' ও 'সি-এস-এম' খাদ্য কায়দা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের জমির উৎপন্ন ফসলের অর্থও আত্মসাৎ করিয়াছেন। দরিদ্র গ্রামবাসী ও অভিভাবকগণ এই অপকর্ম্মের অবিলম্বে প্রতিকার চায়। শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৯ই আগষ্ট শনিবার স্থানীয় পৌরভবনে দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার পরিচালিত এক সাংস্কৃতিক উৎসব হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। সভাপতি, প্রধান-অতিথি ও পাঠাগারের সহ-সম্পাদক শ্রীস্বদেশ আচার্য্য ভাষণ দেন।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান অঞ্জনা চ্যাটার্জী, অমিত রায়, বিমান হাজরা ও মলয় রায়। বিতর্কে স্বদেশ আচার্য সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পুরস্কৃত হন।

পিয়ন আবশ্যক

দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগারের জন্য একজন সাইকেল-পিয়ন আবশ্যক। বেতন ও ভাতা সরকারী নিয়মানুযায়ী দেয়। প্রার্থীর অবশ্যই সাইকেল চড়িতে জানা চাই এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৩০শে আগষ্ট '৬৯

সম্পাদক, দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগার
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Wanted for the proposed Maldova P. K. High School. P. O. Diar-Raninagar, Dist. Murshidabad an M. A, B. T. Head Master, B. A./ B. Sc. (Preferably trained) assistant teachers. Apply to the Secretary sharp.

জমি বিক্রয়

জঙ্গিপুর রোড রেল-ষ্টেশনের সন্নিকটে চাউল-পটীতে শ্রীসুধীরকুমার সেনের আড়তের সংলগ্ন তের কাঠা ভিটি বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত ওভারসিয়র
রঘুনাথগঞ্জ গো-ডাউন কলোনী অথবা
পণ্ডিত-প্রেস,—রঘুনাথগঞ্জ।

কংগ্রেসের ডাকে মণিগ্রামে বিরাট
জনসভা

গত ১৫ই আগষ্ট মণিগ্রাম কিশোর সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন গ্রাম ও অঞ্চল থেকে কৃষক, আদিবাসী সম্প্রদায়, যুবক, ছাত্র ও স্থানীয় অধিবাসীরা যোগদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকমলারঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কংগ্রেস নেতা শ্রীদুর্গাপদ সিংহ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক কংগ্রেস নেতা শ্রীসর্বাঙ্গ গণাই। জঙ্গিপুর ছাত্র পরিষদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখার্জ্জী ও মণিগ্রাম কিশোর সংঘের কয়েকজন সভ্য ১৫ই আগষ্টের পুণ্যদিনে সকল রকমের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। সভা শেষে শ্রীদুর্গাপদ সিংহ ও সর্বাঙ্গ গণাইয়ের নেতৃত্বে একটি কৃষক কংগ্রেস সমিতি ও চিত্তরঞ্জন মুখার্জ্জীর পরিচালনায় মণিগ্রাম ছাত্র পরিষদ কমিটি সংগঠিত হয়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেন্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)